দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ..04 NOV-19..
পৃষ্ঠা... 5 ...কলাম ..3

...৬৬-087

শিক্ষাঙ্গন

গৃহশিক্ষকতা

"শিক্ষা সুযোগ নয়— একটি অধিকার"— এটি একটি বহুল প্রচলিত শ্লোগান। উন্নত বিশ্বে তো বটেই এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও এ অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। স্বাধীনতা লাভের পর সংগতকারণেই সবার প্রত্যাশা ছিল অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানের পাশাপাশি সবাই পাবে শিক্ষার সমঅধিকার। কিন্তু স্বাধীনতার এতো বছর হয়ে গেলেও সেটি কি বাস্তব হয়েছে? হয়নি। তার পেছনে অনেক কারণও রয়ে গেছে।

জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ বিরাজ করছে তীব্র সংকট ও অনিশ্চয়তা। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট থেকেই নানাবিধ সমস্যার জন্ম হচ্ছে। এ সংকট যতোই তীব্রতর হচ্ছে ততোই সব ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আর সে কারণেই শিক্ষা এখন অধিকার না হয়ে সুযোগে পরিণত হয়েছে, আর সে সুযোগ পাচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু লোক।

আইনগতভাবে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার গৃহশিক্ষকতা করা বেআইনী। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে শিক্ষা পরিচালকের অনুমতি সাপেক্ষে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা গৃহশিক্ষকতা করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ আইন এখন আর কার্যকর হচ্ছে না। গৃহশিক্ষকতা এখন "ওপেন সিক্রেট" বিষয় হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সর্বত্র এটি এখন অবাধে চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার যে অবস্থা সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে গৃহশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু গৃহশিক্ষকতা এখন আর সে পর্যায়ে নেই, এটা যেন এখন ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে।

অতীতে আমরা দেখেছি, মহাবীর আলেকজাণ্ডার গৃহশিক্ষক এরিস্টটল-এর কাছে পড়েছেন। এমনকি বহু দূর-দূরান্ত থেকে সক্রেটিস, প্লেটো'র কাছে এসে ছাত্ররা পড়াশুনা করতো। আমাদের এ দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকে গৃহশিক্ষার শুরু। তখন অবশ্য শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। আজকের মতো যথেষ্ট স্কুল ছিল না, পাঠ্যপুস্তকেরও অভাব ছিল। সে কারণে শিক্ষার্থীদের গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভর করতেই হতো। এছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তখন শিক্ষার সাথে ব্যবসার সম্পর্ক ছিল না, অথচ আজ শিক্ষার সাথে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিও দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে গৃহশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়ছে পর-নির্ভরশীল। যাদের অর্থ-বিত্ত আছে তারা পরীক্ষা পাসের সহজ পন্থা হিসেবে একে গ্রহণ করছে। আর যাদের সে সুযোগ নেই, শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা দিন দিন বেড়েই চলছে। তাদের মনোবলও ভেঙ্গে পড়ছে। প্রায় সকল স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিত বেকার যুবক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন অফিসের নিম্নস্তরের কর্মচারীরা গৃহশিক্ষকতা করছেন। কেউ বা একে মূল পেশা আর কেউবা একে অতিরিক্ত পেশা হিসেবে গ্রহণ করে মাসে বাড়তি আয় করছেন। ব্যাচের পর ব্যাচ তারা পড়াচ্ছেন। সাজেশন এবং নোট বিতরণের মধ্যেই তাদের শিক্ষা। এদের কেউ কেউ আবার এতোই ব্যস্ত থাকেন যে, নোট করাবার সময়ও পান না। তারা তাদের বক্তব্য ক্যাসেট করে রাখেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তা শুনে নোট করে। এ রকমই হলো তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি। এরা আবার নামী-দামী স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে তারা মোটেই সিরিয়াস নয়। স্কুলে তারা দায়সারাভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ফলে বাধ্য হয়েই ছাত্রদেরকে অর্থলোভী এসব গৃহশিক্ষকের দ্বারস্থ হতে হয়।

শিক্ষকতার মতো মহান এ পেশাকে পুঁজি করে ব্যবসা করা হচ্ছে। দেশের শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে পল্লী অঞ্চলেও এ ব্যবসা বিস্তৃত হচ্ছে। এই কিছুদিন আগেও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ও মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্বে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'বিশেষ কোচিং'-এর ব্যবস্থা নেয়া হতো। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ব্যবস্থা এখন নেয়া হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কি, শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন আর স্কুলে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না। এর শিকার হচ্ছে অসহায় ছাত্র-ছাত্রী ও নিরুপায় অভিভাবক। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন প্রাইভেট কোচিং সেন্টার বা গৃহশিক্ষকের খুব একটা প্রয়োজন হতো না। শিক্ষকরা স্কুলে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করায় এটা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে যে 'ব্যবসা' চলছে তা কোন ক্রমেই সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। অবিলম্বে শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের ব্যবসায়িক প্রবণতা বন্ধ করা প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে যে আইন প্রচলিত আছে তা কার্যকর করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। দরকার হলে নতুন আইন প্রণয়নেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষা নিয়ে এই যে 'ব্যবসা' চলছে তার বিরুদ্ধে সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

—নুরুল ইসলাম শেফুল